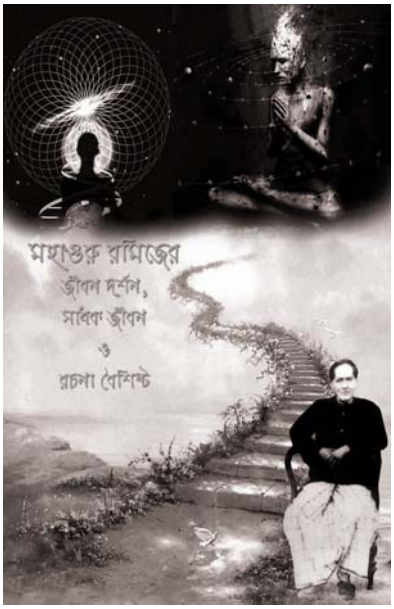

মহাগুরু রমিজের জীবন দর্শন, সাধক জীবন ও রচনা-বৈশিষ্ট্য

গুরু রমিজ একজন "সূফী সাধক" ছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শন ও সাধনা বৈশিষ্ট্য জানতে হলে প্রাসঙ্গিক কিছু মৌলিক বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন।

প্রসঙ্গ কথা ঃ (পরিভাষা)।

মারেফত বা মারফত ঃ পরম তত্ত্ব জ্ঞান অর্জন করা ও স্রষ্টাকে সম্যকভাবে জানার যে সাধনা তাই মারেফাত বা মারফত। ইহাকে মরমী সাধনাও বলা হয়।

মরমী অর্থ- আধ্যাত্মিক।

তাহলে মরমী সাধনা হলো ঃ আধ্যাত্মিক সাধনা।

অথবা

অধ্যাত্ম বিষয়ক উপলব্ধির সাধনা।

অথবা

মর্ম উপলব্ধি করণের সাধনা।

অথবা

অজ্ঞেয় অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সাধনা।

মরমীয়া সাধক ঃ ধর্মাদির বাইরের আড়ম্বর বর্জন পূর্বক তার মর্মোদ্‌ঘাটনে প্রচেষ্টাকারী (mystic)।

অথবা

সাধারণ বুদ্ধির অতীত গূঢ় ঐশ্বরিক তত্ত্ব (মরমীয়া তত্ত্ব) বিষয়ক জ্ঞানী।

অথবা

যিনি অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।

অথবা

অতীন্দ্রিয় বিষয়বোধ সমর্থ ব্যক্তি (মরমীয়া সাধক)।

- ***স্রষ্টা সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান ঃ***

১। **এলমূল ক্বাল্‌ব ঃ** যে জ্ঞান চর্চা করলে স্রষ্টাকে (আল্লাহ্‌কে) জানা বা চিনার জন্য অন্তরের (হৃদয়ের) জ্ঞান অর্জন করা যায় তাকে এল্‌মূল ক্বাল্‌ব বলে।

২। **এলমূল মুকাশাফা ঃ** যে জ্ঞান চর্চা করলে স্রষ্টার (আল্লাহ্‌র) সাথে অন্তরগুআত্মার (হৃদয়-আত্মা) সম্পর্ক খোলা হয়ে যায় বা উন্মোচন হয়ে যায় তাকে এল্‌মূল মুকাশাফা বলে।

৩। **এল্‌মে লাদুন্নি ঃ** যে জ্ঞান চর্চা করলে স্রষ্টার (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য অর্জন করা যায় তাকে এল্‌মে লাদুন্নি বলে।

বিঃ দ্রঃ অধ্যাত্ম বিষয়ক কোন জ্ঞান দ্বারা জ্ঞান চর্চা করা হলে আরো উচ্চস্তরের জ্ঞান অর্জন করা যায়।